তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮

**বেলজিয়ামের রানির সফর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহায়ক হবে**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 বেলজিয়ামের রানির বাংলাদেশ সফর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহায়ক হবে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ ।

 তিন দিনের বাংলাদেশ সফরের দ্বিতীয় দিন বেলজিয়ামের রানি মাতিলদ মেরি ক্রিস্টিন জিলেইন আজ কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যান। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ মিনিস্টার ইন ওয়েটিং হিসেবে রাষ্ট্রাচার দায়িত্ব পালনে তাঁর সাথে ছিলেন।

 রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, ‘বেলজিয়ামের রানি মূলত: জাতিসংঘের বিশেষ দূত হিসেবে এসেছেন। এসডিজি বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে তিনি রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। তাঁর এই সফর বাংলাদেশ এবং বেলজিয়ামের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকা রাখবে তেমনি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গাদেরকে যে বাংলাদেশ সরকার দেখভাল করছে সে বিষয়ে আরো ভালোভাবে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাড়া পেতেও সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।’

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে স্বসম্মানে তাদের নিজ দেশে ফেরত নেওয়া। আমি মনে করি রানির এই সফর তাদেরকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।’

 এ দিন কক্সবাজারের উখিয়ায় ৩ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে উপস্থিত রানি মাতিলদ সেখানকার শিক্ষা কেন্দ্র, ‘প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র’, ‘রোহিঙ্গা ওমেন মার্কেট’ এবং বেলজিয়ামের অর্থায়নে নির্মিত নার্সারি ও ইকো-শেড পরিদর্শন করেন এবং রোহিঙ্গা নারীদের সাথে কথা বলেন। পরে রানি ক্যাম্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ নানা কার্যক্রম ঘুরে দেখেন ও বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক করেন।

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মিজানুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৭

বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযান

**২১টি যানবাহন এবং ১৫ টি প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ১১ হাজার টাকা জরিমানা**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

বায়ুদূষণবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে আজ বায়ুদূষণের দায়ে ঢাকায় ২১টি যানবাহনকে ৩৪ হাজার ৩ শত টাকা এবং ১৫ টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৭ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং, ঢাকা মহানগর কার্যালয় ও জেলা প্রশাসন ঢাকার উদ্যোগে ঢাকা মহানগরের ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, শেরেবাংলা নগর, শ্যামপুর ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

নির্মাণ সামগ্রী খোলা অবস্থায় রেখে বায়ুদূষণের দায়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের মোহাম্মদপুর এলাকায় ২টি প্রতিষ্ঠান হতে ৭ হাজার টাকা, যাত্রাবাড়ী এলাকায় ৩টি প্রতিষ্ঠান হতে ৪০ হাজার টাকা এবং শ্যামপুর এলাকায় ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। যানবাহনের কালোধোঁয়া দ্বারা বায়ুদূষণের দায়ে ধানমন্ডি এলাকায় ৯টি যানবাহন হতে ১৪ হাজার ৮ শত টাকা এবং শেরেবাংলা নগর এলাকায় ১২টি যানবাহন হতে ১৯ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

ঢাকার আশপাশে বায়ুদূষণ বিরোধী এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

#

দীপংকর/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর:৪৭৬

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত Iwama Kiminori সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক
স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সাক্ষাৎকালে প্রতিমন্ত্রী জাপানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, পরিকল্পনা অনুসারে গৃহীত প্রকল্পসমূহে আগামী ৫ বছরে আরো ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লাগবে। এজন্য যৌথভাবে একটি অপারেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স কোম্পানি করা যেতে পারে। এতে বাংলাদেশের অর্থ ও সময় উভয়ই সাশ্রয় হবে। বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটকে আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রতিষ্ঠান করার জন্য জাইকা সহযোগিতা করতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রয়োজন, যা সকল খাতকে নেপথ্যে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জ্বালানি খাতের (গ্যাস ও তেল) এ মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জাপান সহযোগিতা করতে পারে। এ সময় মাতারবাড়ি পাওয়ার হাব, ভূগর্ভস্থ তার ও সাব-স্টেশন, প্রিপেইড মিটার, স্মার্ট মিটার, গ্যাস মিটার এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আগত প্রকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রাষ্ট্রদূত এ সময় শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জাপান বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে সবসময় সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জাইকা কাজ করবে। গ্যাস মিটার তৈরিতে জাপানিজ কোম্পানি অনুদা’র সাফল্য দেখে জাপানের আরো কোম্পানি বাংলাদেশে কাজ করতে এগিয়ে আসবে। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ ধারণা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পরিবর্তন করে উন্নত বাংলাদেশে পরিণত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

আসলাম/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/ ২০২৩/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৭৫

**থার্ড টার্মিনালের ৬০ ভাগ কাজ সম্পন্ন, দৃষ্টিনন্দন টার্মিনাল ভবন এখন দৃশ্যমান**

 **-- বিমান প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি):

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালের কাজ ইতোমধ্যে ৬০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন টার্মিনাল ভবন এখন দৃশ্যমান। বর্তমানে টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা এবং বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ইন্সটলের কাজ চলছে। এ বছরের অক্টোবরেই থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধন করা হবে।

আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বর্তমান ১ ও ২ নং টার্মিনালের যাত্রীসেবা ও বিভিন্ন কার্যক্রম এবং থার্ড টার্মিনালের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী যাত্রীসেবা বৃদ্ধি ও নিরাপদ বিমান পরিচালনা নিশ্চিতে বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরে রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ, নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। সত্যিকার অর্থে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের এভিয়েশন সেক্টরে উন্নয়নের নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান টার্মিনালের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার জন্য যাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা প্রদান করতে না পারলেও সেবার মান উন্নয়নে আমাদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা রয়েছে। বিমানবন্দরের কোথাও যেনো কোনো যাত্রী হয়রানির শিকার হতে না হয় সেজন্য মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিয়ত বর্তমান টার্মিনালের কার্যক্রম মনিটরিং করছে। থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধনের পর অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূর হওয়ায় যাত্রীরা আন্তর্জাতিক মানের সেবা পাবেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানওয়ের ইন্সট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেমকে (আইএলএস) ক্যাটাগরি-১ থেকে ক্যাটাগরি-২ এ উন্নীত করণের কাজ চলমান থাকায় বর্তমানে রাতে পাঁচ ঘন্টা এই বিমানবন্দরে বিমান চলাচল বন্ধ থাকছে। তবে এই কারণে যাতে যাত্রীদের সমস্যা না হয় সেজন্য আমরা সচেষ্ট রয়েছি। আইএলএস সিস্টেম আপডেটের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ঘন কুয়াশার মধ্যে বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ অবতরণে বর্তমানে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা অনেকাংশেই দূর হবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মাহবুব আলী বলেন, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার রুলস ও রেগুলেশনে পরিবর্তন আসায় সেই অনুযায়ী সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উন্নয়ন কাজের ডিজাইন পরিবর্তন হওয়ায় এই কাজে একটু দেরি হচ্ছে। তবে বর্তমানে ডিজাইন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হবে।

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী বিমানবন্দরে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের বলেন, যাত্রীরা যাতে কোনোভাবেই কোনো প্রকার হয়রানির সম্মুখীন না হন। বিমানবন্দরে তাদেরকে ভালো সেবা দিতে হবে৷ বিমানবন্দরের সেবায় যেন তারা গর্ববোধ করেন।

১ ও ২ নম্বর টার্মিনাল পরিদর্শনের সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দরের ই-গেইটগুলো চালু আছে। তবে এর সাথে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত থাকায় এগুলো শতভাগ চালু করতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। অন-অ্যারাইভাল ভিসার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। ইতোমধ্যেই তাঁরা এ বিষয়ে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

বিমানবন্দর পরিদর্শনকালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মুফিদুর রহমান, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলামসহ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

তানভীর/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৯৪৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৭৪

**উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে একসাথে কাজ করবে বাংলাদেশ ও ঘানা**

 ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি):

ডিজিটাল অর্থনীতিতে উন্নত বিশ্বের সাথে সমতালে এগিয়ে যেতে প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে একসাথে কাজ করবে বাংলাদেশ ও ঘানা।

আজ সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের ফ্রন্ট এক্সপো অ্যান্ড এক্সিবেশন সেন্টারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং ঘানার কমিউনিকেশন মন্ত্রী উরসুলা ওউসু-ইকুফুলের সাথে এক বৈঠককালে তাঁরা এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান।

এ সময় তাঁরা তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন, নলেজ-শেয়ারিং ও গবেষণা করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেন। মন্ত্রিদ্বয় তাঁদের নিজ দেশের আইসিটি খাতের সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া প্রতিমন্ত্রী নাইজেরিয়ার যোগাযোগ ও ডিজিটাল অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ইসা আলী ইব্রাহিমসহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের আইসিটি মন্ত্রী এবং সৌদি আরব ও বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃত্বদানকারী প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বৈঠকে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারীসহ ঘানা ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৭০৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৪ হাজার ৮০২ জন।

**#**

কবীর/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৭০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭২

**ইশারা ভাষা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে**

 **--সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। তিনি জানান, ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য ইশারা ভাষা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরস্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ‘বাংলা ইশারা ভাষা দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রী বলেন, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদেরকে জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য সরকার কাজ করছে। এজন্য ইশারা ভাষার মাধ্যমে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে পড়াশোনা, যোগাযোগ ও কর্মক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে সে লক্ষ্যে ইশারা ভাষার প্রসার ঘটাতে হবে। এ সময় সরকারের এ মেয়াদেই ইশারা ভাষা বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাশেদ খান মেনন বলেন, সকল অনুষ্ঠানে ইশারা ভাষা ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের পাশাপাশি সকল পর্যায়ে ইশারা ভাষা চালু করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। তাদেরকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করলে তারা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাদেরকে রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

পরে মন্ত্রী বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা সনদ তুলে দেন। এর আগে সকালে দিবসটি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

#

জাকির/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭১

**জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে জনগণ সর্বোত্তম সেবা পায়। তাই জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্ককে আরো নিবিড় করার লক্ষ্যে ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এক সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এ কথা বলেন। আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তৃণমূল মানুষের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই শহরের সকল নাগরিক সুবিধা গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এ কারণে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মন্ত্রী আরো বলেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং শহরে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালন করবে। তিনি আরো বলেন, এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখা এবং এগুলোকে জনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইব্‌রাহিম। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী।

#

হেমায়েত/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৭০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০

**পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলো নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

রাজধানীর তেজগাঁওয়ের ভূমি ভবনে পরীক্ষামূলভাবে নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র (কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার) চালু হয়েছে।

১৬১২২ নম্বরে কল করে ভূমি সেবা গ্রহণ করার সাথে সাথে নাগরিকগণ ইচ্ছে করলে নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্রে সরাসরি এসে ভূমি সম্পর্কিত আইনি পরামর্শ এবং বিভিন্ন ধরণের ভূমি সেবা যেমন -
ই-নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করতে পারছে। প্রাথমিকভাবে ৯ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে এই সেবা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ভূমি বিশেষজ্ঞ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

হেল্পলাইন ১৬১২২ (বিদেশ থেকে +৮৮০ ৯৬১২৩ ১৬১২২) নম্বরে কল করে অথবা, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্ভিস পেজ ‘ভূমিসেবা Land Service’ ফেসবুক পেজে (www.facebook.com/land.gov.bd) কমেন্ট কিংবা মেসেজ প্রেরণ করে যেকোনো ধরনের ভূমিসেবা পেতে কিংবা অভিযোগ জানাতে পারছেন নাগরিকগণ।

#

নাহিয়ান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২৩/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৯

**আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সাথে ডিজিটাল কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের মহাসচিবের বৈঠক**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং বৈশ্বিক ডিজিটাল সহযোগিতা সংস্থা ‘ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন’ (ডিসিও) এর মহাসচিব দীমা আল ইয়াহিয়ার মধ্যে গতকাল সৌদি আরবের ‘রিয়াদ ফ্রন্ট এক্সপো অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টারে’ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তারা ডিজিটাল উদ্ভাবন খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সাল নাগাদ স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প অর্জনে বাংলাদেশ এবং ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন এক সাথে কাজ করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশের তরুণরা অত্যন্ত মেধাবী উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ তরুণ। এই তরুণ জনগোষ্ঠীই আমাদের সম্পদ। তরুণরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সফলতার সাথে কাজ করছে। ফলে দেশে আইটি ও আইটিইএস খাতে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে দ্রুত তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ববাজারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

পলক বলেন, নিত্য নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে নিজেদের আত্মপরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ও ৪টি স্তম্ভ নির্ধারণ করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও খ্যাতনামা ডাটা সমাধান ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির সিইও আয়মান আল ফালাজ এর মধ্যে সৌদি আরবের এলইএপি টেক কনফারেন্সে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিকিউরিটি সেক্টরকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে একসাথে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

#

শহিদুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

Handout Number : 468

**State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam pays first-ever**

**bilateral official visit to Eswatini**

Dhaka, (7 February) :

The State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam held bilateral talks with Thulisile Dladla, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Eswatini in Mbabane yesterday. The State Minister is paying a two-day official bilateral visit to the Kingdom. The High Commissioner of Bangladesh to South Africa and high officials of the Ministry of Foreign Affairs were present at the meeting. The visit comes in the wake of the visit of the Minister for Commerce, Industry and Trade of Eswatini Manqoba Khumalo to Dhaka in July 2022.

At the outset of the meeting, the Foreign Minister of Eswatini welcomed the Bangladesh delegation. Dladla mentioned the excellent bilateral relations that exist between Bangladesh and Eswatini and expressed desire to enhance the present level of relations with Bangladesh. She maintained that Eswatini looks to develop business and investment relations with Bangladesh. She suggested the conclusion of the MoU between FBCCI and the Eswatinian apex chamber of commerce in the field of business cooperation. She also underlined the importance of regular bilateral consultations between the Foreign Ministries.

The State Minister conveyed the greetings of President Md. Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina to King Mswati III. He remarked that the bilateral talks will allow identifying potential areas of cooperation between Bangladesh and Eswatini. Expressing happiness over his visit to Eswatini, he commented that both countries are exchanging support and cooperating with each other at the UN and international organizations. Shahriar Alam stressed on promotion of trade and investment relations between Bangladesh and Eswatini to the mutual benefit of the two countries. He underlined the need of conclusion of agreements in visa waiver for diplomats and official passport holders and avoidance of double taxation with a view to promoting contacts, trade and business. He stated that in the context of growing demand for food and essential commodities, Bangladesh and Eswatini may establish cooperation in agro-production, agro-processing and food security areas. He mentioned the remarkable success that Bangladesh has achieved in agriculture and social development sectors including achieving targets of the MDGs. He mentioned that Bangladesh is a member of the global crisis response group. He also mentioned the role that Bangladesh is playing in climate adaptation and mitigation areas. He invited the Eswatinian armed forces officers to join courses in defence institutions in Bangladesh. Briefing on the opportunities of higher education in Bangladesh private universities, he suggested that Eswatinian students may opt to study in different private universities in Bangladesh. He also stated that there may be cooperation between government and private sectors in IT & ICT areas.

The State Minister sought support of the Eswatinian government for repatriation of the displaced Rohingya people to their homeland as well as in favour of different Bangladesh candidature at the UN. The MoU between Bangladesh and Eswatini on Establishment of Comprehensive Consultation Mechanism and the Memorandum of Agreement on Contract Farming and Agricultural Cooperation were signed by Md. Shahriar Alam and his counterpart Thulisile Dladla.

During the talks, both sides discussed possibilities of establishing contract farming by Bangladeshi entrepreneurs in Eswatini and agreed to work on the matter. Both sides also agreed to explore possibilities of cooperation in agro-processed and food industries.

 The State Minister is due to meet with the Eswatinian Minister of Commerce, Industry and Trade, Minister of Health and Minister of Agriculture tomorrow. He will also meet with the investment development authority and trade bodies there and visit the Royal Eswatini Technology Park.

#

Mohsin/Mehedi/Parikshit/Shammi/Saida/Masum/2023/1440 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭

**বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডসের মধ্যে বদ্বীপ পরিকল্পনা**

**বাস্তবায়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত**

দি হেগ, ৭ ফেব্রুয়ারি :

নেদারল্যান্ডসের হেগ-এ গতকাল বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডসের মধ্যে ষষ্ঠ ‘Inter Governmental Committee’ সভায় বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা এর দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০২২ হতে ২০৩২ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান এবং নেদারল্যান্ডসের পক্ষে ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রদূত রেনে ভ্যান হেল স্বাক্ষর করেন।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) ড. মোঃ কাউসার আহাম্মদ এবং নেদার‌ল্যান্ডসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মু. রিয়াজ হামিদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (পশ্চিম ইউরোপ) ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পাশাপাশি বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ডাচ এবং বাংলাদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় এবং বিভিন্ন প্রকল্পসমূহকে কিভাবে বিজনেস মডেলে রূপান্তর করা যায় তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় করে বদ্বীপ পরিকল্পনার আওতাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়।

#

ফাহাত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১০২০ ঘণ্টা